দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

16

জাতীয় গ্রন্থনীতি

দেশে এই প্রথম একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষিত হল। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম গত বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোট চৌত্রিশ দফা সমন্বয়ে রচিত এ নীতিমালা ঘোষণা করেন। সদ্য ঘোষিত এ জাতীয় গ্রন্থনীতির পটভূমি আরো একটু বিস্তৃত। উনিশ শ একানব্বই-এ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গ্রন্থনীতি প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। সে অনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সদ্য সমাপ্ত অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এই নীতি প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ার কথা জানান। এর মাঝে এই গ্রন্থনীতি মন্ত্রিপরিষদেরও অনুমোদন পেয়েছে। চৌত্রিশ দফা নীতিমালার সারকথা হচ্ছে প্রকাশনা শিল্পকে দৃঢ়ভিত করে তোলা। এর গুরুত্ব আর প্রয়োজন তাই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমরা এই গ্রন্থনীতিকে স্বাগত জানাই।

গ্রন্থনীতির চৌত্রিশটি দফায় অর্থ সরবরাহ থেকে শুরু করে উৎসাহ সঞ্চারের নানাবিধ পদক্ষেপসহ গ্রন্থের আমদানী-রফতানী নিজ প্রয়োজনের আলোয় নিয়ন্ত্রিত করে প্রকাশনা শিল্পে শক্তি আর গতি সঞ্চারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এইসব প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়িত হলে প্রকাশনা শিল্প তথা সাহিত্য-সংস্কৃতি উপকৃত হবে সন্দেহ নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকায় বাস্তবায়ন ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা মনে করি, এদিকগুলো অবিলম্বে পরিষ্কার করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ করছি।

যেমন উৎসাহদান শীর্ষক প্রস্তাবনায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য শিল্পকর্ম খাতের 'উল্লেখযোগ্য পরিমাণ' আয়কে আয়করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে প্রস্তাবের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি এই আয়কে আয়করমুক্ত রাখার সাবেক ব্যবস্থাকেই সমর্থন করে। গ্রন্থনীতি প্রণয়ন কমিটি কেন যে পরিষ্কার কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে অস্পষ্টতার অবতারণা ঘটিয়ে বাস্তবায়ন অনিশ্চিত করে রাখলেন তা সত্যি দুর্বোধ্য। তেমনি প্রকাশক সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলীতেও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। প্রকাশক সৃষ্টিকে যদি নতুন প্রকাশক তৈরি করা ধরে নিয়ে সাহায্য সহযোগিতা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়, তাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লাভ হলেও প্রকাশনা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ প্রকাশকদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত থাকলেই লক্ষ্য অর্জন সহজ হতে পারে। উন্নত প্রকাশনাকে সাহায্য প্রদানের বিষয়টিও সুনিশ্চিত রাখা আবশ্যিক। অস্পষ্টতা দূর করার ব্যবস্থা না নেয়া হলে এসব সুন্দর প্রস্তাব প্রস্তাবই থেকে যাওয়ার আশংকা আছে।

আমদানী আর রফতানীতে সমতা আনার প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বাইরে আমাদের সাহিত্য তথা প্রকাশনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলেই কেবল রফতানী বাড়তে পারে। এজন্যে রচনা থেকে শুরু করে প্রকাশনা সবকিছুর মানই বাড়াতে হবে। আমদানী বরং কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় 'কি বই আমরা আনবো'—তা স্থির থাকলে। জাতীয় গ্রন্থনীতিতে এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার রায় থাকলেই বরং কাজ হত। আমরা মনে করি, এরই মাঝে আমাদের সাহিত্যে এবং প্রকাশনায় যে নয়া প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বই-এর রফতানী বাড়বে। অপরিকল্পিত এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানী যাতে তার প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

জাতীয় গ্রন্থনীতিতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যাবতীয় গ্রন্থতাস্কর্য প্রতিরোধের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহের কারণ আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। অন্যথায় সদ্য সমাপ্ত একুশে বইমেলায় গ্রন্থতাস্কর্যকে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দেয়া সম্ভব ছিল না। বাংলা একাডেমী চোরাই প্রকাশনার প্রকাশ্য বিক্রয় বিতরণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার পর গ্রন্থতাস্কর্য প্রতিরোধ করা কি করে সম্ভব হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আর এ ধরনের আন্তরিকতাহীনতাই যদি সত্য হয় কোন নীতিই সুফল আনতে পারে না। আমরা তাই গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এই আন্তরিকতা দাবি করি।